তারিখ ...19 OCT 2008
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... [illegible]

প্রথম আলো

ভর্তির শর্ত শিথিলের দাবি

উপাচার্যের সামনেই ভাঙচুর চালাল মাদ্রাসার ছাত্ররা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি বিভাগে মাদ্রাসাছাত্রদের ভর্তির সুযোগ দেওয়ার দাবিতে কিছুসংখ্যক ছাত্র গতকাল শনিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কক্ষ ও বৈঠক কক্ষে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে। এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ কক্ষে থাকলেও আহত হননি।

জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরের ক্যাডারদের নেতৃত্বে মাদ্রাসাছাত্ররা এই হামলা চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে শিবিরের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে রাতে মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদ নামের একটি সংগঠন সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দাবি করেছে, উপাচার্যের কাছে দাবি-দাওয়া পেশ করার সময় একটি কুচক্রী মহল ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় দুই ছাত্রকে বহিষ্কার করেছে। ভাঙচুরের ঘটনার পর তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলন ডেকে উপাচার্য এটিকে

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

উপাচার্যের সামনেই ভাঙচুর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ন্যক্কারজনক উল্লেখ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য: রাতে সিন্ডিকেটের সভা শেষে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতকাল বিকেল চারটার দিকে উপাচার্যের অফিস লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ডিনস কমিটির সভা শেষে মাদ্রাসা ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ কমিটি নামে বাইরে অপেক্ষারত ৩০-৪০ জনের মধ্য থেকে সাত-আটজন উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি দেয়। রোববার থেকে যাতে কোনো ভর্তি ফরম বিতরণ না করা হয়, সে ব্যাপারে অযৌক্তিক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে দাবি জানায় তারা। ভর্তির জন্য বিভাগের নির্ধারিত মানদণ্ড কোনোভাবেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়—বারবার বিষয়টি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করা হলেও তারা নানাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে।

একপর্যায়ে মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদ নামে ৬০-৭০ জনের অপর একটি জঙ্গি মিছিল বিভিন্ন উগ্র স্লোগান দিতে দিতে উপাচার্য দপ্তরের বারান্দায় এসে দরজায় লাথি মারতে থাকে। তুমুল হট্টগোলের মধ্যে তাদের কয়েকজন ভেতরে ঢুকে উপাচার্যকে স্মারকলিপি দেয়। কিছুক্ষণ পর তারা একযোগে বেরিয়ে গিয়ে উপাচার্যের দপ্তরের দরজা, জানালা, ভেন্টিলেটর ও আশপাশে ব্যাপক ভাঙচুর শুরু করে। এ সময় উপাচার্য, প্রক্টর ও কয়েকজন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী চরম নিরাপত্তাহীন অবস্থায় আটকা পড়েন। এ পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে শাহবাগ থানার ওসিকে দ্রুত ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে আসতে এবং ভাঙচুরকারীদের গ্রেপ্তার করতে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু যথাসময় পুলিশ না আসায় হামলাকারীরা নির্বিঘ্নে প্রায় আধা ঘণ্টাব্যাপী ভাঙচুর চালিয়ে চলে যায়।

জানা যায়, ভাঙচুরকারীরা বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওসির নেতৃত্বে পুলিশ এসে উপস্থিত হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা এবং শাহবাগ থানার ওসির ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়া সাপেক্ষে স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারী মাদ্রাসা ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সদস্য সচিব শরীয়তুল্লাহকে এবং মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদের সদস্য সচিব মিসবাহুর রহমান আসিমকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে সিন্ডিকেট হামলাকারীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদকে আহ্বায়ক ও সহকারী প্রক্টর মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান খানকে সদস্য সচিব করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটির অপর সদস্যরা হলেন কলা অনুষদের ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর।

এ ঘটনার জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটে, এ ব্যাপারে সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং আজ থেকে প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা চাওয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ সমর্থিত সচেতন শিক্ষার্থীরা এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে হামলাকারী মাদ্রাসাছাত্রদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবি জানান।

প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের পাশাপাশি এবার অর্থনীতি, বাংলা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লোকপ্রশাসন, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে এসএসসি-এইচএসসিতে মোট ৮০০ নম্বরের পরীক্ষার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানাতে এসেছিল মাদ্রাসাছাত্ররা।

এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বাংলা ও ইংরেজি দুটি পত্রে ৪০০ করে মোট ৮০০ নম্বরের পরীক্ষা দেয়। আর মাদ্রাসা থেকে শিক্ষার্থীরা দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ করে ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা দেয়।